155

ভোরের কাগজ

তারিখ 22 DE 1998
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

জহুরুল হক হলে ফেনসিডিল ব্যবসা?

পিনাকী রায় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে কর্মচারীদের ভাড়া দেওয়া বস্তিতে ও হলের কয়েকটি গোপন স্থানে মজুদ রেখে পাইকারি ও খুচরা দরে ফেনসিডিল বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফেনসিডিল বিক্রিতে বাধা দেওয়াতেই এ হলের সভাপতিসহ ১০ জন ছাত্রলীগ কর্মীকে হল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেছে। তবে হল কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

জহুরুল হক হল থেকে বিতাড়িত কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী ও হলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন সাধারণ ছাত্র ভোরের কাগজকে জানিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে এ ব্যবসা চলছে। কর্মচারীদের ভাড়া দেওয়া বস্তি, হলের ক্যান্টিনসহ কয়েকটি গোপন স্থানে এসব ফেনসিডিল রাখা হয়। ঢাকার কয়েকটি স্থানে পাইকারি চালান দেওয়া ছাড়াও বিক্রি, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র এবং বাইরের সেবনকারীদের কাছে এসব ফেনসিডিল খুচরা বিক্রি করা হয় বলে জানা গেছে। হলের মাঠে বহিরাগত ফেনসিডিল ব্যবসায়ীরা বসে থাকে। টাকা দিলে তারা গোপন স্থান থেকে ফেনসিডিল এনে দেয়।

ফেনসিডিল ব্যবসায় বাধা দেওয়াতেই গত শনিবার হল থেকে ছাত্রলীগ সভাপতি বাবু ও আরো ৯ জন ছাত্রলীগ কর্মীকে হল থেকে বহিরাগতরা বের করে দিয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেছে।

এ ব্যাপারে জহুরুল হক হলে অবস্থানকারী ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মাযহারুল ইসলাম কাজলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমার জানা মতে হলে ফেনসিডিলের ব্যবসা নেই। এ ধরনের কোনো কিছুকে আমরা প্রশ্রয় দেবো না। প্রয়োজনে রাজনীতি ছেড়ে দেবো।' সভাপতিকে বের করে দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সভাপতিকে বের করে দেওয়া হয়নি। আমি চাই সে হলে আসুক।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি মোঃ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, 'হলে ফেনসিডিল বিক্রির খবর সাংবাদিকদের কাছে শুনলাম। যদি হয়, তবে তা নিন্দনীয়। এর সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।'

হলের প্রভোস্ট ড. এম এ মান্নান এ ব্যাপারে বলেন, 'ঘটনা সত্য হলে তা ভয়াবহ ব্যাপার। তবে হলের ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ কক্ষগুলোতে যে ফেনসিডিল রাখা হয় না এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কর্মচারীদের ভাড়া দেওয়া বস্তিতে থাকতে পারে। এর আগে এ বস্তিগুলো তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।'